চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম

দেবাশিষ দেবনাথ

কিছু মানুষ থেকেই যায় দেখবেন, যারা জমজমাট প্ল্যাটফর্মগুলোতে বেশীক্ষণ থাকতে পারল না। একটু সন্ধ্যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হুট্ করে এমন একটা স্টেশনে নেমে গেল, যেখানে তার নামার কথা ছিল না। তারপর লাইন টপ্‌কে একদম নিরিবিলি চারনম্বর প্ল্যাটফর্মের নির্জন সিমেন্টের চেয়ারে গিয়ে বসল। দিনটা যদি দুপশলা বৃষ্টি আর শেষরাতে খানিক ঝড় হয়ে যাওয়ার পরের দিন হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। ধরুন সেই অচেনা স্টেশনে অচেনা সন্ধ্যায় এমন একটা অযাচিত নিমন্ত্রণে খাতা-ই খুলে বসল সে। খাতা ব্যাগে না থাকলে নেহাত একটা খোলাপাতা। পাখপাখালি গাছগাছালি সবই সন্দিগ্ধ চোখে একেবার আকাশের দিকে তাকায়, একবার মাটির দিকে। আকাশ জল আর ঢালবে না,—একথা ক্লিয়ারলি একবারও ঘোষণা করেনি। অথচ তারই মাঝে এমন একটা ক'নে দেখা আলো দুতিন কাপ ঢেলে দিয়েছে যে, কিছু লোকের কিছু অচেনা স্টেশনে হঠাৎ করে না নেমে পড়ে উপায় নেই।

রুটিন, ভালো রেজাল্ট, চাকরী ... পর পর দাঁড়িয়ে থাকা রাক্ষসদের নাগাল থেকে পালিয়ে চারনম্বর প্ল্যাটফর্মে লোকশূন্য সিমেন্টের চেয়ারে বসে থাকতে ভালোই লাগে। এক নম্বরের দাঁড়িয়ে থাকা উদ্বিগ্ন, সদা উদ্বিগ্ন মানুষদের দূর থেকে পুতুলের মতো লাগে। ট্রেন আসছে কিনা ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছে। স্টেশনের সব লাইট জ্বলে গেছে। চায়ের স্টলগুলো ঘিরে জটলা। সারাদিনের অসংখ্য অজানা লোকের দুমুহূর্তের আনন্দ শুষে নিয়ে ফেলে দেওয়া এঁটো ভাঁড়ে গলা অবধি ভরে উঠেছে ক্লান্ত ময়লার ড্রাম।

কিছু রিটায়ার্ড লোক ধীরে ধীরে এসে জোটে চারনম্বরেই। তারা কেউ বসে বসে পা নাচায়। কেউ মশা মারে। কেউ মেঘ দেখে বৃষ্টির ভবিষ্যৎ বিচার করে। কেউ কতকালই প্ল্যাটফর্মের এ্যাসবেসটসের সেডে রঙ করায় গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন করে 'অর্ধেক তো মেঝেতেই পড়ে গেছে"। বুড়োরা সবাই হাসে। বেশী কম সক্কলেই একটু আধটু হাসে। পরশু থেকে ট্রেনের টিকিটের দাম বেড়েছে। কাল বনগাঁর ভয়াবহ ঝড়ে বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইজরায়েল আবার প্ল্যালেস্টাইন আক্রমণ করেছে। ইরাকি যুদ্ধবন্দীদের উপর মার্কিন সেনাদের অমানবিক টর্চার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কাল এক অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন। কাশ্মীরে আবার দুজন সেনা মারা গেছে। কিন্তু এসব নিয়ে তাঁরা কেউ কিছু বলছেন না। হাইপাওয়ার চশমা ভদ্রলোক, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গেছিলেন। সকলকে তাঁর বেয়াই মশায়ের হাঁপানির গল্প বলছেন। সকলে একমনে শুনছেন। কেউ কেউ গল্পের মাঝে হাঁপানি সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা সংযোজনও করছেন। সেই কিছু কিছু লোক, যারা চারনম্বরে মেঘলা দিনে একলা বসে থাকে; সেই লোকটি, যে ইতিমধ্যেই বসে আছে;— সে দূর থেকে ওঁদের গল্প শুনে ভেবেছে— যিনি বেয়াইয়ের গল্প বলছেন, তাঁর কি মেয়ের ঘরে কোনো নাতি নাত্‌নি হয়নি? দাদু ডাকতে শিখেছে?

বৃষ্টি এল। ঝমঝমিয়ে এল না। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটার থেকে আরেকটা অনেক দূরত্ব বজায় রেখে পড়তে লাগল। একটা ডুমুর গাছ ছিল সিমেন্টের চেয়ারের পিছনে। তার পাতায় টপটপ করে পড়তে লাগল। সন্ধ্যা আর একটুও নেই। অনেকক্ষণ হল রাত হয়েছে।

স্টেশনটায় বেশ খানিকক্ষণ কাটলো। কিন্তু এই অব্‌দি শুনেও আপনার কাছে কোনো জনেরই পরিচয় স্পষ্ট নয়। সেই গন্তব্য ফেলে অন্য স্টেশনে নিরিবিলিতে এসে বসা লোকটা, বা বেয়াই-এর হাঁপানির গল্প বলা বুড়োটা; সবাইকেই আপনি দূর থেকে আন্দাজ করছেন। বৃষ্টি আসলো যখন, তখন সকলেই একটু নড়েচড়ে বসলো। গল্পের ফাঁকে কে একজন শ্লেষ্মা ভরা গলা খাঁকরিয়ে বললো— বুঝলে হে, এই বৃষ্টি বোলধরা নতুন আমের জন্যে ভালো।

গল্প জানতে চাইছেন বলেই তো আপনি ওই বৃদ্ধদের সভায় গিয়ে নিশ্চয়ই বসতে পারবেন না। তারা আপনাকে চেনে না। তবে ওই একা লোকটির পাশে অনেকটা ফাঁকা আছে। বসবেন? তাতে তো লোকটি বিরক্ত হতে পারে। লোকটি নিশ্চয়ই এই নির্জনতাটুকুর জন্যে তৃষ্ণার্ত। বুঝলেন, আমার মনে হচ্ছে এ লোকটির থেকে একটা গল্পের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ওকে বিরক্ত করলে, ওর নির্জনতা ভাঙলে গল্পের ক্ষতি। আমি একটা নিশ্চিন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আপনি আমার কাছ থেকে বরং শুনতে থাকুন।

তবে আমার উপর ভার দিলে আমি তো কিছু কেরামতি করবই। দেখি, আগে চরিত্রের কাছে যাওয়া যাক। স্থান - কাল যা ছিল তা-ই, একদম আগের মতো। (আসলে এখন কল্পনা পান্‌চ্ করতে গেলে আপনি ধরে ফেলবেন।)

আমি কাছে এসে দেখছি— এ তো ঠিক লোক নয়, ছেলে! এর পাশে কলেজের ব্যাগ। এর বুক পকেটে

ইউনিভার্সিটির আইডেনটিটি কার্ড। আজ বাড়ী থেকে বেরোবার সময় চানের পর শীত - শীত করছিল বলে পরেছিল জিন্সের খয়েরী জামা। এছাড়া রোজকার কালো জিন্সের প্যান্ট। বুট আছে পায়ে। প্যান্টের ভিতরে জামা গোঁজা। বেল্টও আছে কোমরে। বুটে গুঁড়োগুঁড়ো কাদার দাগ। চুলের সকালে করা সিঁথি নষ্ট হয়ে গেছে। চোখ দুটো নিবিড়, করুণ। কিন্তু এ ছেলেটি যে আমার খুব চেনা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি চেনাজনকে নিয়ে মনগড়া গল্প বানাতে পারি না। আমি অনেক মানুষের কথা, জীবনের অনেক ঘটনা - রহস্য আপনাকে নানা ভাবে জানিয়েছি অন্যগল্পে হয়তো। জানাবোও। কেবল এইরকম ছেলের সত্যিগুলোর ওপর রঙের কথামালা সাজাতে মন চায় না। কতই বা বয়েস, বাইশ - তেইশ। একেবারে শুরুর বয়েস। এমন ছেলের গল্পের জন্য না হয় আরও কিছু বছর অপেক্ষা করুন। ততদিনে বেশিকিছু সাংঘাতিক বা গতানুগতিক ব্যাপার ঘটে যাক ওর মধ্যে।

কি ব্যাপার? আপনার ভ্রু ইষৎ কুঞ্চিত কেন? আপনি কি তাহলে অন্ততঃ জানতে চাইছেন ছেলেটির অন্য স্টেশনে নেমে পড়ার কারণটুকু? কারণটা আমি জানি না। এসব ছেলেকে আমি ভালো যেমন বাসি, ভয়ও করি। এই ছেলেটিই হয়তো একদিন আমার কোনো বড় গল্পের নায়ক হবে। হয়তো বইমেলায় ছোটদের জীবনীগ্রন্থে বহুদিনপর একেই পাওয়া যাবে। হয়তো বা একে আজ রাতে ট্রেনে উঠে যাবার পর আর কোনোদিন পাওয়াই যাবে না।

ছেলেটির চোখে দুঃখ ছিল। চাইলে সে পড়াশুনোয় ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর তুলতে পারতো। ছেলেটি অত গোছালো ছিল না। ছেলেটিকে মাঝে মধ্যেই এক অদ্ভুত বিস্ময় তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে। এখনো এতো বড় হয়ে গিয়ে, — এমে পড়ছে, — এখনো সেই ছোটবেলার মতো কখনো সখনো অন্যের দুঃখে কেঁদে ফেলে। রাস্তাঘাটে লোকহিতের বেশ কিছু পাগলামি আছে তার। যতই আঁটোসাঁটো মডার্ণ এ্যাণ্ড সোবার পোশাক পরুক, কিছুতেই পুরোটা স্মার্ট লাগে না তাকে। একটা বোকা বোকা গোলাপী শৈশব যেন আনাচে কানাচে এসে উঁকি মেরে যায়।

ছেলেটার চোয়ালে ক্ষোভ ছিল। ঠিক বয়সে ঠিক বইটা তার হাতে তুলে দেবার কেউ ছিল না। ঠিক সঙ্গ পায়নি হয়তো।

ছেলেটার ভ্রুতে ভয় ছিল। নাগরিক মেয়ে বন্ধুটি, যে ওর মফস্বলী সততায় অস্বচ্ছ বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হানা দিয়ে বারবার পরাস্ত হয়েছে;— তাকে ও ভোলেনি। অথচ ও তো শুধু নিবেদনের সোজা একটু ঈঙ্গিত আশা করেছিল। সেই কলেজের দিনগুলো এখন আবছা হয়ে আসে। এখন ইউনিভার্সিটি!

ছেলেটার বুকে উচাটন ছিল। হয়তো এমেতে এসে আবার ও ভালোবেসে ফেলেছে কাউকে! হয়তো ঠকবার ভয়ে আর বলতে সাহস পায় না। হয়তো কেবল রোজ রাতে প্রিয় পাশ বালিশের গায়ে হাত দিতে এক অদ্ভুত লজ্জা ও আতঙ্কিত আনন্দের বিদ্যুৎ হাতে আর শরীরেতে দৌড় দিয়ে ওঠে!

ছেলেটার স্বপ্ন আছে। কিন্তু বাস্তবের রোদজলের সাথে এখনো বন্ধুতা হয়নি তাদের। হয়তো টুকরো স্বপ্নেরা ভীড় ক'রে বুক ঠেসে ধরে। ওকে চঞ্চল করে দেয়। হয়তো ছেলেটা আঁকে বা গায় বা কবিতায় ডুব দিয়ে আসে। হয়তো ও চেনাচেনা মানুষের ভীড়ে একা হেঁটে চেনাশোনা মুখে চেয়ে অচেনা হঠাৎ কিছু প্রায়ই দেখে ফেলে!

কি হল? নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগছে আপনার। অথবা গল্পশূন্য এই বকবকানিতে বিরক্ত হয়েছেন। যাক গে। ছেলেটার কথা আর বলবো না। ছেলেটা জাহান্নমে যাক। ছেলেটার নিশ্চয়ই ভীষণ পরিশ্রম বিমুখতা আছে। সোজা কথায় কুঁড়ে। হয়তো; হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দুর্বলচিত্ত। খানিকটা মেয়েলি স্বভাবেরও হতে পারে। একদম এ্যাভারেজ বাঙালী; গোঁফ গজালেই কবিতা লেখে। প্রেমিকার সামনে গিয়ে ঢোঁক গেলে। অম্বলে ভোগে। ছোট থেকে ভাবে, —একদিন খু-উ-উব বড় হব। সারা বছর পড়ে না। পরীক্ষার সময় হিমশিম। রাজনীতি বোঝে না। বহুৎ গপ্পবাজ। যারা এককালে সহপাঠী ছিল, এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, —পথে দেখা হলে তারা এমনভাবে তাকায় যে অধস্তন কর্মচারী। এটাও বোঝে। স-অ-অ-ব বোঝে। সব জানে। একেবারে সবজান্তা গামছাওলা।

এই দেখুন, আমি এ্যাতো টেম্পটেড হচ্ছি কেন! আমার তো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গল্প খোঁজার কথা। গল্প যখন নেই, অনদিকে ধান্দা করার কথা। চলুন,— আমরা অন্য কোথাও যাই। কী দেখছেন? ছেলেটা সত্যিই প্রেমে পড়েছে কিনা? ছেলেটা হঠাৎ করে অচেনা স্টেশনটায় নেমেছিল কেন?

ছেলেটা পাগল না প্রেমিক না সাধক না বলদ; এমন ভেবে লাভ নেই। চলুন, —ওকে যেতে দিন। হয়তো সত্যিই ও সব বোঝে। হয়তো ওর নিজস্ব গোপন চিঠির বাক্স আছে। ও ওর সম্ভাবনামতো বা সব সম্ভাবনা ছাড়িয়ে একটা কিছু হয়ে যাবে। এখানে এই সিমেন্টর চেয়ারে হয়তো ও কোনো প্রতিজ্ঞা বা ব্যথা রেখে গেল। ওই যে আবার ও 'এক' -এ চলে গেল। ওর ট্রেন আসছে। হারাচ্ছে যখন হারিয়ে যাক ভীড়ে। গল্পের সম্ভাবনা থাকলে, আমরা ফের ওকে খুঁজে নেব।